প্রথম আলো

তারিখ 27 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের চিহ্নিত ১৪ কর্মীকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেই

নজরুল ইসলাম ●

বিশ্বজিৎ দাস হত্যাকাণ্ড

বিশ্বজিৎ হত্যায় জড়িত হিসেবে ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২১ জন কর্মীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এঁদের মধ্যে ঘটনার পর ডিসেম্বরে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি ১৪ আসামিকে ধরার ব্যাপারে পুলিশের কোনো তৎপরতা নেই। অভিযোগ রয়েছে, বাকি আসামিদের গ্রেপ্তার না করতে পুলিশের ওপর নানা চাপ রয়েছে।

এদিকে আড়াই মাস পার হলেও হত্যায় জড়িত হিসেবে চিহ্নিত ছাত্রলীগের বাকি ১৪ কর্মী গ্রেপ্তার না হওয়ায় বিশ্বজিতের পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বজিতের বড় ভাই উত্তম কুমার বলেন, 'ঘটনার পর এ বিষয়ে মিডিয়া তৎপর ছিল, তাই পুলিশও ছিল তৎপর। এখন মিডিয়া চুপ, তাই পুলিশও চুপ আছে।'

এই অবস্থায় সূত্রাপুর থানার এই হত্যা মামলার অভিযোগপত্র প্রস্তুত করছে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। জানতে চাইলে মামলার তদন্ত-তদারক কর্মকর্তা ডিবির অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) ছানোয়ার হোসেন গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, আগামী সপ্তাহে অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেওয়া হতে পারে।

তদন্তসংশ্লিষ্ট অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, অভিযোগপত্রে চিহ্নিত ২১ জনের মধ্যে ১৭ জনকে আসামি করা হবে। বাকি চারজনকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে। ডিবি কর্মকর্তাদের দাবি, এই চারজনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া গেলে তাঁদের সম্পূরক অভিযোগপত্র দিয়ে যাতে আসামি করা যায়, সেই সুযোগ থাকবে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, এ হত্যায় জড়িত হিসেবে চিহ্নিত ছাত্রলীগের কর্মীদের অভিযোগপত্র থেকে বাদ দিতে 'ওপর মহল' থেকে চাপ রয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, 'যতই চাপ বা তদবির আসুক, তদন্তে যাঁদের নাম এসেছে, সবাইকে আসামি করে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে।'

গত বছরের ৯ ডিসেম্বর সকালে নৃশংসভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয় পুরান ঢাকার

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

গত বছরের ৯ ডিসেম্বর নৃশংসভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয় বিশ্বজিৎ দাসকে ■ ফাইল ছবি

অভিযোগপত্র দেওয়া হতে পারে আগামী সপ্তাহে

৭ আসামি গ্রেপ্তার হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহের মধ্যে

১৪ আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা নেই

২১ আসামি চিহ্নিত। সবাই ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মী

" ঘটনার পর এ বিষয়ে মিডিয়া তৎপর ছিল, তাই পুলিশও ছিল তৎপর। এখন মিডিয়া চুপ, তাই পুলিশও চুপ আছে।

উত্তম কুমার
বিশ্বজিতের বড় ভাই

'ছেলের শোকে অর্ধেক অইয়া গেছি'

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'ছেলের শোকে আমরা অর্ধেক অইয়া গেছি। কদিন আর বাঁচুম? দিনদুপুরে ছেলেটারে পিটাইয়া-কোপাইয়া মারল। এর যদি বিচার না অয়, তাইলে কোন ঘটনার বিচার অইব? সরকার চাইলে কেমনে আসামি পালাইয়া থাকে?'

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্বজিতের বাবা অনন্ত কুমার দাস আক্ষেপ করে *প্রথম আলোকে* এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'ডিবি পুলিশ আশ্বাস দিছিল তদন্ত করে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দেবে। আপনারা বিচার পাবেন। ধরা পড়া আসামিরা স্বীকার গেল। কিন্তু পুলিশ এত দিনেও বাকি আসামিদের ধরতে পারল না।'

অসহায় এই পিতা বলেন, 'সরকার বিচার না করলে আমরা কিছু করতে পারমু না। কামকর্ম ছাইড়া দিয়া এহন আমরা পাগলের মতো অইয়া গেছি। ওর মা কাইন্দা কাইন্দা দিন কাটাইতেছে।' তিনি জানান, এখনো তাঁদের ঘরে রান্নাবান্না হয় না। ছোট ভাইয়ের ঘর থেকে রান্না করে পাঠায়।

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মসুরা গ্রামে বাড়ির পেছনে বিশ্বজিতের একটি ভাস্কর্য বানানো হয়েছে। সে ভাস্কর্যের পাশে গিয়ে প্রায়ই পড়ে থাকেন বিশ্বজিতের মা ও বাবা। বৃদ্ধ এই মা-বাবা মৃত্যুর আগে ছেলের হত্যার বিচার দেখে যেতে চান।

ছাত্রলীগের চিহ্নিত ১৪ কর্মীকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎকে (২৪)। ওই দিন বিরোধী দলের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। তখন অবরোধ প্রতিরোধে মাঠে নামা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিরোধীদলীয় কর্মীদের ধাওয়া দেন। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পথচারী বিশ্বজিৎ দৌড়ে পার্কের উত্তর পাশের একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে (দোতলায়) আশ্রয় নেন। এর পরই ছাত্রলীগের কর্মীরা দোতলায় উঠে বিশ্বজিৎকে ধরে চাপাতি, রড-লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। সেখান থেকে মারতে মারতে নিচে নামিয়ে আবার তাঁকে চারদিক ঘিরে বর্বর নির্যাতন করা হয়। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের কর্মীরা ছাত্রলীগের হামলার এ দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেন। যা পরে প্রচার করা হয়।

পুরান ঢাকার ঋষিকেশ দাস রোডের বাসায় এখনো বিশ্বজিৎকে ঘিরেই পরিবারের সদস্যদের স্মৃতি। গত শুক্রবার ওই বাসায় গেলে তাঁর ভাই-ভাবি বিশ্বজিতের হত্যাকাণ্ডের বিচার পাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, সবার সামনে নিরীহ একটা ছেলেকে খুন করা হলো। কেউ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না। মৃত্যুর পরও সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচারের কোনো আশ্বাস মেলেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিশ্বজিতের ভাবি শুক্লা রানী। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ব্লগার রাজীব হত্যার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাসায় গিয়ে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বজিতের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, সরকারের একজন মন্ত্রীও আমাদের খোঁজ নেননি।'

বিশ্বজিতের বড় ভাই উত্তম কুমার দাস জানান, তাঁর মা-বাবা মনে করেন, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া তাঁরা এ হত্যার বিচার পাবেন না। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে অনেককে ধরাধরি করলাম। কিন্তু লাভ হলো না।' তিনি বলেন, মা-বাবার মনের অবস্থা খুব খারাপ। তাঁরা বিশ্বজিতের একটি ভাস্কর্য বানিয়ে সেটি শরীয়তপুর গ্রামের বাড়ির পেছনে বসিয়েছেন। তা দেখে আর কেঁদেকেটে দিন কাটে তাঁদের।

বিশ্বজিতের ভাই-ভাবি বলেন, সাত বছর ধরে বিশ্বজিৎ আমাদের সঙ্গে ছিল। দুই রুমের বাসার একটিতে বিশ্বজিৎ থাকত। এখন ওই রুমটি খালি পড়ে আছে। শাঁখারীবাজারে বিশ্বজিৎকে দর্জির দোকান করে দেওয়া হয়েছিল। মন দিয়ে কাজ করত। ২৪ বছর বয়সেও ওর মধ্যে ছেলেমানুষির স্বভাব ছিল। ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করত।'

চিহ্নিত ২১ আসামি: ডিবির সূত্র জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশে গণমাধ্যমে প্রচারিত ছবি দেখে, গ্রেপ্তার আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বজিতের ওপর হামলায় জড়িত হিসেবে ২১ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁরা সবাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মী। এঁদের মধ্যে সাতজনকে গত ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন: রফিকুল ইসলাম ওরফে শাকিল, মাহফুজুর রহমান ওরফে নাহিদ, রাশেদুজ্জামান ওরফে শাওন, এমদাদুল হক, কাইয়ুম মিয়া, এইচ এম কিবরিয়া ও সাইফুল ইসলাম। এঁরা সবাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁদের প্রথম চারজন হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে তাঁরা বলেছেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের উপস্থিতিতে তাঁরা বিশ্বজিতের ওপর হামলা করেন। তাঁদের দাবি, রাজন তালুকদার প্রথমে বিশ্বজিৎকে কোপানো শুরু করেন। তা দেখে বাকিরা মারতে শুরু করেন।

ডিবির সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার থাকা সাতজন ছাড়া চিহ্নিত বাকি ১৪ আসামি হলেন: রাজন তালুকদার, ইউনুস আলী, কাইয়ুম ওরফে টিপু, মোস্তফা, পাভেল, তমাল, আলাউদ্দিন, ইমরান হোসেন, তাহসিন, আলাউদ্দিন, লিমন, আল আমিন, ওবায়দুল কাদের ও আজিজ। এসব পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা আছে বলে দাবি করেছেন ডিবির এডিসি ছানোয়ার হোসেন। তিনি জানান, পলাতক আসামিরা যাতে জামিন নিতে না পারেন, সে জন্য দ্রুত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে।

তদন্ত কমিটির খবর নেই: অভিযোগ আছে, বিশ্বজিৎ হত্যার সময় ঘটনাস্থলের মাত্র ১০-১৫ গজ দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলেন পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশিদসহ অন্তত ৩০ পুলিশ সদস্য। হামলাকারীদের প্রতিহত করতে এবং বিশ্বজিৎকে রক্ষায় তাঁরা এগিয়ে আসেননি। পুলিশের এ ভূমিকার ব্যাপারে তদন্তের জন্য গত বছরের ২১ ডিসেম্বর পুলিশ সদর দপ্তর তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। এরপর দুই মাসের বেশি সময় পার হলেও পুলিশের এই তদন্ত কমিটি কোনো প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

জানতে চাইলে কমিটির প্রধান মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মিলি বিশ্বাস গতকাল জানান, তদন্ত শেষ হয়নি। প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে এ নিয়ে আর কিছু বলতেও রাজি হননি তিনি।

অব্যাহতি পাচ্ছেন সেই চারজন: বিশ্বজিৎ হত্যার ঘটনা শুরুতেই ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে। ঘটনার পর আদালতপাড়া থেকে সন্দেহজনকভাবে আটজনকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। আটজনকেই এ মামলায় আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখাতে চেয়েছিল পুলিশ। এরই ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরও গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, বিশ্বজিৎ হত্যায় আটজন গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু গণমাধ্যমে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের ছবিসহ পরিচয় প্রকাশিত হওয়ায় পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তার পরও ওই আটজনের মধ্যে চারজন মামুন অর রশীদ (২৪), ফারুক হোসেন (২৩), মোসলেহ উদ্দিন ওরফে মোসলেম (৪০) ও কাজী নাহিদুজ্জামান ওরফে তুহিনকে (৩২) কোতোয়ালি থানার পুলিশ সূত্রাপুর থানায় হস্তান্তর করে। এরপর তাঁদের বিশ্বজিৎ হত্যায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এই চারজনকে ফাঁসানোর বিষয়ে তখন *প্রথম আলোতে* অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়।

অবশ্য তদন্ত-তদারক কর্মকর্তা ছানোয়ার হোসেন বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে এ চারজনের বিরুদ্ধে তদন্তে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই অভিযোগপত্র থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হবে।